তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৫৩

**ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

রৌমারী (কুড়িগ্রাম), ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন তাঁর নির্বাচনী এলাকা রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলায় আজ অসহায় বন্যাপ্লাবিত মানুষের বিভিন্ন  ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করেছেন।  সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত প্রতিকুল আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন।

প্রতিমন্ত্রীর নিজস্ব অর্থায়নে রাজিবপুর উপজেলার কোদালকাটি ইউনিয়নে গুচ্ছগ্রাম ও বদরপুর স্কুল মাঠে ৫ শতাধিক অস্বচ্ছল পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ করেন।  ঈদ সামগ্রীর মধ্যে ছিল ২’শ নগদ টাকা, চাল, তেল, সেমাই, চিনি, সাবান, চিড়া, মুড়ি ও গুড়াদুধ।

অন্যদিকে রৌমারীতে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা চত্বরে  তার নিজস্ব অর্থায়নে ৩৫০ পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী ও তার বাসভবন চত্বরে সামাজিক দূরুত্ব বজায় রেখে দুই হাজার মানুষের মাঝে ২শ’ করে নগদ অর্থ বিতরণ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন রাজিবপুর উপজেলা পরিষদ চেয়াম্যান মোঃ আকবর হোসেন হিরো, উপজেলা নির্বাহী অফিসার নবিরুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামীলীগ সভাপতি আব্দুল হাই সরকার উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম, রাজিবপুর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়রম্যান মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, রাজীবপুর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সাইদুর রহমান, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারন সম্পাদক আবু সাঈদ লিটন, উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান তারেক প্রমুখ।

উপহার সামগ্রী বিতরণের সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন এমপি বলেন, করোনা ভাইরাস ও বন্যার এই দুঃসময়ে সকল আঁধার কাটিয়ে ঈদুল আজহা আপনাদের জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল আনন্দ। আসুন, কোরবানির ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করি। করোনাভাইরাস রোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। সুস্থ থাকুন। নিরাপদ থাকুন।

#

রবীন্দ্র/বিবেকানন্দ/বিপু/২০২০/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৫২

**তথ্যমন্ত্রীর ঈদের শুভেচ্ছা**

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ।

শুক্রবার তাঁর শুভেচ্ছাবার্তায় মন্ত্রী বলেন, জনগণকে সাথে নিয়ে শেখ হাসিনার সরকার অত্যন্ত সাহসিকতা ও বিচক্ষণতার সাথে করোনা ও বন্যা মোকাবিলা করছে। এসময়ে পবিত্র ঈদ-উল-আযহার ত্যাগের শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে সকলের সাথে আনন্দ ভাগ করে নেবার মধ্যেই ঈদের সার্থকতা নিহিত, বলেন ড. হাছান।

#

আকরাম/বিবেকানন্দ/বিপু/২০২০/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৫১

**‍‍‍‍‍‍বন্যায় এ পর্যন্ত ১৪,৪১০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে**

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

সাম্প্রতিক অতিবর্ষণজনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ৩৩টি জেলায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরণের জন্য এ পর্যন্ত ১৪ হাজার ৪১০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং এ পর্যন্ত আট হাজার ৪৪২ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে ।

বন্যাকবলিত জেলা প্রশাসনসমূহ থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নগদ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তিন কোটি ৪৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে দুই কোটি ১২ লাখ ৫৮ হাজার ৭০০ টাকা । শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক কোটি ১০ লাখ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ৬০ লাখ ৫৪ হাজার টাকা । গো খাদ্য ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে দুই কোটি ৭৮ লাখ টাকা এবং বিতরণের পরিমাণ এক কোটি ০৭ লাখ ০৬ হাজার টাকা । শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক লাখ ৪১ হাজার এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ ১০ হাজার ৬২ প্যাকেট ।

এছাড়াও ঢেউটিন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৩০০ বান্ডিল এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ১০০ বান্ডিল, গৃহ মন্জুরি বাবদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে নয় লাখ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে তিন লাখ টাকা ।

বন্যাকবলিত জেলাসমূহ হচ্ছে ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ । বন্যাকবলিত উপজেলার সংখ্যা ১৫০ টি এবং ইউনিয়নের সংখ্যা ৯৪৭ টি । পানিবন্দি পরিবার সংখ্যা ১০ লাখ ৫৮ হাজার ৪৪৭ টি এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোক সংখ্যা ৫০ লাখ ৯৭ হাজার ৪২৪ জন । বন্যায় এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৪১ জন । এরমধ্যে জামালপুরে ১৫ জন, লালমনিরহাটে ০১ জন, সুনামগঞ্জে ০৩ জন, সিলেটে ০১ জন, কুড়িগ্রামে ০৯ জন, টাঙ্গাইলে ০৪ জন, মানিকগঞ্জে ০২ জন, মুন্সীগঞ্জে ০১ জন, গাইবান্ধায় ০১ জন, নওগাঁয় ০২ জন এবং সিরাজগঞ্জ জেলায় ০২ জন মৃত্যুবরণ করেছেন ।

বন্যা কবলিত জেলাসমূহে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে এক হাজার ৫৪৬টি ।  আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রিত লোক সংখ্যা ৬৫ হাজার ৩৯০ জন । আশ্রয় কেন্দ্রে আনা গবাদি পশুর সংখ্যা ৭৮ হাজার ৮১টি । বন্যাকবলিত জেলাসমূহে  মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে ৯৫৯টি এবং বর্তমানে চালু আছে ৩৮৭টি ।

#

সেলিম/বিবেকানন্দ/বিপু/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৫০

**ঈদুল আজহা উপলক্ষে চামড়া শিল্পনগরীর কার্যক্রম মনিটরিং করবে বিসিক**

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

ঈদুল আজহায় সাভারে অবস্থিত বিসিক চামড়া শিল্পনগরীতে চামড়া প্রক্রিয়াকরণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা সার্বক্ষণিকভাবে মনিটরিং করবে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)। চামড়া শিল্প নগরীর সার্বিক পরিস্থিতি নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারকির জন্য ২৯ জুলাই বিসিকের এক অফিস আদেশে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে ।

ঈদুল আজহার পর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একসাথে প্রচুর কোরবানির পশুর চামড়া বিসিক চামড়া শিল্পনগরী আসবে এমন পরিস্থিতি  বিবেচনায় নিয়ে শিল্পনগরীর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে  এ উদ্যোগ গ্রহণ  করা হয়েছে। বিসিকের পরিচালনা পর্ষদ সদস্যরা পুরো আগস্ট মাস জুড়ে পৃথকভাবে পর্যায়ক্রমে চামড়া শিল্প নগরীর কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে মনিটরিং করবেন।

অফিস আদেশ বিসিকের পরিচালক (অর্থ) স্বপন কুমার ঘোষকে ২ আগস্ট থেকে ৫ আগস্ট, সচিব মোস্তাক আহমেদকে ৬ থেকে ৯ আগস্ট, পরিচালক (প্রকৌশল ও প্রকল্প বাস্তবায়ন) মুহাম্মদ আতাউর রহমান ছিদ্দিকীকে ১০ থেকে ১৪ আগস্ট, পরিচালক (শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ) মোঃ খলিলুর রহমানকে ১৫ থেকে ১৮ আগস্ট, পরিচালক ( দক্ষতা ও প্রযুক্তি) ড. মোহা: আব্দুস ছালামকে ১৯ থেকে ২২ আগস্ট, পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা) ড. গোলাম মো: ফারুককে ২৩ থেকে ২৬ আগস্ট, পরিচালক (বিপণন, নকশা ও কারুশিল্প) মো: আলমগীর হোসেনকে ২৭ থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত চামড়া শিল্পনগরীর কার্যক্রম পরিদর্শন ও মনিটরিংয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

চামড়া শিল্প নগরীতে জরুরি কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করবেন। এছাড়া, প্রতিদিন চামড়া শিল্প নগরী দৈনন্দিন কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন বিসিক চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরণ করবেন।

এছাড়া, ঈদুল আজহায় কোরবানিকৃত পশুর চামড়া সংরক্ষণের জন্য চাহিদা অনুযাযী লবণ সরবরাহ ও প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিসিকের সকল আঞ্চলিক পরিচালক, শিল্প সহায়ক কেন্দ্র প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দকে ঈদের ছুটিতে কর্মস্থলে অবস্থান করে জেলা প্রশাসনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে লবণ ও চামড়া পরিস্থিতি মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ৩০ জুলাই এক অফিস আদেশে এ নির্দেশনা জারি করা হয়।

#

মাসুম বিল্লাহ/বিবেকানন্দ/বিপু/২০২০/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৪৯

**বিদেশ গমনেচ্ছু যাত্রীদের কোভিড-১৯ মুক্ত সনদ প্রদানের প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত**

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

বিদেশ গমনেচ্ছু যাত্রীগণের কোভিড-১৯ মুক্ত সনদ প্রদানের জন্য সারাদেশে ১৯টি হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নরূপ:

শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফ্রাকসাচ ডিজিজ, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ (আইইডিসিআর ফিল্ড ল্যাবরেটরী), কক্সবাজার, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেন্স সেন্টার, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা; ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ (আইপিএইচ), মহাখালী, ঢাকা; ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিভেনটিব এন্ড সোসাল মেডিসিন (নিপসম), মহাখালী, ঢাকা; নারায়ণগঞ্জ ৩০০ শয্যা হাসপাতাল, নারায়ণগঞ্জ; খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা; কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ; শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া; রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী; এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর; রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর; সিলেট এম.এ.জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেট; আব্দুল মালেক উকিল, মেডিকেল কলেজ, নোয়াখালী; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক উদারাময় কেন্দ্র (আইসিডিডিআরবি), মহাখালী, ঢাকা (বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন বিদেশী সংস্থায় কর্মরত বিদেশী নাগরিকদের কোভিড-১৯ মুক্ত সনদ প্রদানের জন্য)।

#

বিলকিস/বিবেকানন্দ/বিপু/২০২০/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৪৮

**কোরবানির পশুর চামড়ার মূল্য নির্ধারণ**

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

সরকারঈদুল আযহা উপলক্ষে কোরবানির পশুর চামড়ার মূল্য নির্ধারণ করেছে।

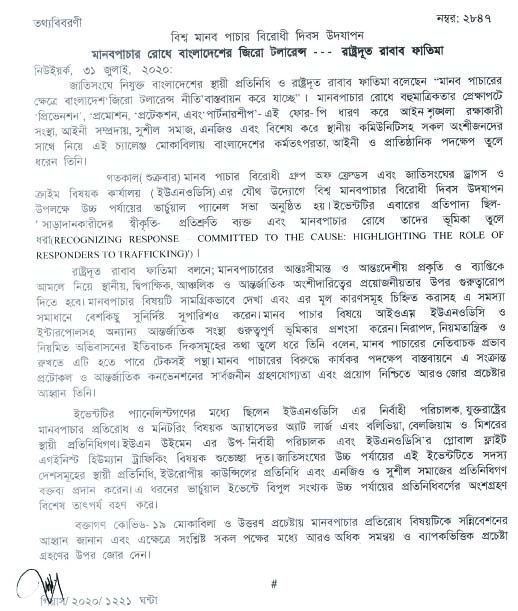
এ বছর চামড়ার মূল্য ঢাকায় গরুর প্রতিবর্গফুট ৩৫-৪০ টাকা, ঢাকার বাইরে ২৮-৩২ টাকা এবং খাসির সারাদেশে ১৩-১৫ টাকা ও বকরির সারাদেশে ১০-১২ টাকা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

গত ২৬ জুলাই বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এদিকে পবিত্র ঈদুল আজহায় কোরবানির চামড়া সংরক্ষণ, ক্রয়-বিক্রয় ও পরিবহন সংক্রান্ত উদ্ভুত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে কন্ট্রোল সেল খোলা হয়েছে। সেলের ফোন নম্বর : ০১৭১১ ৭৩৪২২৫, ০১৭১৬ ৪৬২৪৮৪, ০১৭১৩ ৪২৫৫৯৩, ০১৭১২ ১৬৮৯১৭।

#

বিবেকানন্দ/বিপু/২০২০/২১৪০ ঘণ্টা



তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৮৪৬

**পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মুসলিম জনগোষ্ঠীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ঈদ মোবারক।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রিয়বস্তুকে উৎসর্গের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি লাভে যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, তা বিশ্ববাসীর কাছে চিরকাল অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হয়ে থাকবে। প্রতিবছর এ উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে স্বচ্ছল মুসলমানগণ কোরবানিকৃত পশুর গোস্ত আত্মীয়স্বজন ও গরীব-দুঃখীর মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে মানুষ-মানুষে সহমর্মিতা ও সাম্যের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করেন। শান্তি, সহমর্মিতা, ত্যাগ ও ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা দেয় ঈদ-উল-আযহা।

এবার আমরা এক সংকটময় সময়ে ঈদ-উল-আযহা উদ্‌যাপন করছি। করোনাভাইরাস সমগ্র বিশ্বকে স্থবির করে দিয়েছে। আমাদের সরকার এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। আমরা জনগণেকে সকল সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছি।

আল্লাহ বিপদে মানুষের ধৈর্য্য পরীক্ষা করেন। এসময় সকলকে অসীম ধৈর্য্য নিয়ে সহনশীল ও সহানুভূতিশীল মনে একে অপরকে সাহায্য করে যেতে হবে। এই বিপদের সময় আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তার, নার্স, পুলিশ, প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী, ব্যাংকার ও পরিচ্ছন্নতাকামীসহ যারা জীবন বাজি রেখে মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পাশাপাশি আমি এই মহামারীতে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানি করার অনুরোধ জানাই। পাশাপাশি আমরা যেন ঘরে পরিবার-পরিজন নিয়ে ঈদের আনন্দ উপভোগ করি এবং আল্লাহতায়ালার দরবারে বিশেষ দোয়া করি যেন এই সংক্রমণ থেকে আমরা সবাই দ্রুত মুক্তি পাই।

আসুন, আমরা সকলে পবিত্র ঈদ-উল-আযহার মর্মবাণী অন্তরে ধারণ করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে জনকল্যাণমুখী কাজে অংশ নিয়ে বৈষম্যহীন, সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

ঈদ-উল-আযহা’র এ দিনে আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ ও মুসলিম উম্মাহর উত্তরোত্তর উন্নতি, সমৃদ্ধি ও অব্যাহত শান্তি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/বিবেকানন্দ/গিয়াস/বিপু/শামীম/২০২০/১৬১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৮৪৫

**পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে আমি দেশবাসীসহ বিশ্বের সকল মুসলিম ভাইবোনদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।

মহান আল্লাহর প্রতি গভীর আনুগত্য ও সর্বোচ্চ ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর পবিত্র ঈদ-উল-আযহা। ‘আযহা’ অর্থ কুরবানি বা উৎসর্গ করা। ঈদ-উল-আযহা উৎসবের সাথে মিশে আছে চরম ত্যাগ ও প্রভুপ্রেমের পরাকাষ্ঠা। মহান আল্লাহর নির্দেশে স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ) কে কুরবানি করতে উদ্যত হয়ে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) আল্লাহর প্রতি অগাধ ভালোবাসা, অবিচল আনুগত্য ও অসীম আত্মত্যাগের যে সুমহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা ইতিহাসে অতুলনীয়। কুরবানি আমাদের মাঝে আত্মদান ও আত্মত্যাগের মানসিকতা সঞ্চারিত করে, আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেয়ার মনোভাব ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয়। কুরবানির মর্ম অনুধাবন করে সমাজে শান্তি ও কল্যাণের পথ রচনা করতে আমাদের সংযম ও ত্যাগের মানসিকতায় উজ্জীবিত হতে হবে। ত্যাগের শিক্ষা আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিফলিত হলেই প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি ও সৌহার্দ।

এ বছর এমন একটা সময়ে ঈদুল-উল-আযহা অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন মহামারি করোনার ছোবলে বিশ্ববাসী বিপর্য‌স্ত। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অনেক মানুষই মানবেতর জীবনযাপন করছে। এসব মানুষের কল্যাণে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সকলকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। করোনা মোকাবেলায় সকলকে সচেতন হতে হবে এবং জীবনযাপনে ও চলাফেরায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। নিজে সুস্থ থাকি, অন্যকেও সুস্থ রাখি-এটাই হোক এবারের ঈদুল আযহার সকলের অঙ্গীকার।

মহান আল্লাহর নিকট কুরবানি কবুল হওয়ার জন্য শুদ্ধ নিয়ত ও উপার্জন থাকা আবশ্যক। পাশাপাশি সকলেই সরকার নির্ধারিত স্থানে কুরবানী দেয়া ও কুরবানির বর্জ্য অপসারণসহ পশু ক্রয় থেকে শুরু করে প্রতিটি কার্যক্রম করোনাকালে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে করতে সচেষ্ট থাকবেন বলে আমি আশা রাখি। পবিত্র ঈদ-উল-আযহা সবার জন্য বয়ে আনুক কল্যাণ, সবার মধ্যে জেগে উঠুক ত্যাগের আদর্শ-মহান আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/বিবেকানন্দ/গিয়াস/বিপু/শামীম/২০২০/১৬০০ ঘণ্টা